সংবাদ

তারিখ 26 SEP 2016
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

শার্শায় শিক্ষকের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ

প্রতিনিধি, বেনাপোল

শার্শা পাইলট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে ঠিকাদারী কাজে ব্যবহৃত বাঁশ ও রড আত্মসাতের লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। এক লাখ টাকা চাঁদার জন্য ঠিকাদারের প্রতিনিধি আলমগীরকে হুমকি প্রদান করেন। মেসার্স পপুলার ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস এর মালিক কাজ করার স্বার্থে ১ লক্ষ টাকার পরিবর্তে ২৬/০৫/২০১৬ তারিখে ৯ জাহার টাকা নগদ প্রদান করার পর ঠিকাদার কাজ শুরু করে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি আলমগীর হোসেন এক অভিযোগে জানায়, শার্শা পাইলট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ভবনের কাজ কারার জন্য ঠিকাদারী সামগ্রী ওশ্রমিক সহ গত ৩ মে/১৬ তারিখে বিদ্যালয়ে আসেন। পরে নির্মাণ শ্রমিকদের প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও হুমকি দিয়ে বলে যে, এখানে ইচ্ছা মতো কাজ করা যাবে না। ঠিকাদারের প্রতিনিধি আলমগীর হোসেনের নিকট ছাদ ঢালাইর পূর্বেই ১ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। অন্যথায় কাজ করতে দেয়া হবে না। এছাড়া ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্ত ছাড়াই প্রধান শিক্ষক ঠিকাদারের প্রতিনিধির নিকট থেকে নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ বিলের কথা বলে ৩, হাজার ৫শ' টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। তার চাহিদা মতো উৎকোচ না পাওয়ায় নির্মাণ শ্রমিকদের রুমে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এসব ঘটনায় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে অভিযোগ করায় তিনি অভিযোগ প্রত্যাহার করার জন্য আলমগীরকে হুমকি ধামকী ও শার্শায় এলে তার পা কুড়াল দিয়ে চলা করা হবে জানিয়েছেন। অভিভাবক ও শার্শার ইউপি সদস্য সিরাজুল ইসলাম মন্তব্য করে বলেন, শার্শা পাইলট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য সহিদুল ইসলাম উপযুক্ত প্রধান শিক্ষক নয়। তাছাড়া নিয়োগ বিধি বহিভুত ভাবে সে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছে। এ ব্যাপারে শার্শা উপজেলা নির্বাহী অফিসার আবদুস সালাম বলেন, শার্শা পাইলট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ভবন নির্মাণের ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি একটি অভিযোগ করেছেন। ঘটনাটি তদন্তের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে শার্শা পাইলট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহিদুল ইসলাম বলেন, আমার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সঠিক নয়।